দর্শনায় ২০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেফতার ২

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের কঠোর মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ কেজি গাঁজা সহ ২ জনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ১০ টার সময় পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম এর দিক নির্দেশনায় দর্শনা থানার একটি চৌকস দল ছোটবলদিয়া এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ষাটখাল নামক পাকা রাস্তার উপর থেকে দুইজন মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করে। এ সময় গ্রেফতারকৃত আসামিদের কাছ থেকে ২০(বিশ) কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতার কৃত আসামিরা হলেন, বড়বলদিয়া গ্রামের বাজারপাড়ার মোঃ গোলাম রহমানের ছেলে মোঃ মজিবর রহমান (৩৮) ও মদনা গ্রামের পশ্চিমপাড়ার গুল মোহাম্মদের ছেলে মোঃ ইয়াছিন আলী (৩৬)

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে যার মামলা নাম্বার- ০৪, তারিখ-০৪/০৩/২০২১।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি মাহাব্বুর রহমান কাজল বলেন, আমরা কঠোর ভাবে মাদকের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছি এবং দ্রুত দর্শনা মাদকমুক্ত করবো।

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবন্ধীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের

উদ্বোধন

চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বসত বাড়িতে সবজি চাষ ও পশুপাখি পালন বিষয়ে ৩দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণের কর্মসূচির উদ্ভোধন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা রিজিয়া খাতুন প্রভাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রকল্প, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সি (জাইকা)’র সহযোগিতায় এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা পরিষদ।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ সাদিকুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

সদর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মৌমিতা পারভীনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আসাদুল হক বিশ্বাস, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহাজাদী মিলি প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান গরীব রুহানি মাসুম, জাইকার চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান, বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি শাজাহান আলীসহ আরও অনেকে।

মেহেরপুরে আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু ১১ মার্চ

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আগামী ১১ মার্চ বুধবার শুরু হচ্ছে ৩ দিন ব্যাপী আঞ্চলিক তাবলিগি ইজতেমা। ১৩ মার্চ শুক্রবার আখেরি মোনাজাতের মধ্যে দিয়ে ইজতেমা শেষ হবে।
এ উপলক্ষে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে মাঠ পরিকল্পনার নকশা প্রকাশ করা

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকায়

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এস জয়শঙ্কর ঢাকায় এসে পৌছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি ঢাকায় আসেন।
বিশেষ উড়োজাহাজে বিমান বাহিনী ঘাঁটি বঙ্গবন্ধু-তে পৌঁছার পর তাকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন।

মূলত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের বিষয়টি চূড়ান্ত করতে ঢাকায় এলেন জয়শঙ্কর। স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দুদিনের সফরে ২৬ মার্চ বাংলাদেশে আসার কথা রয়েছে নরেন্দ্র মোদির।

ঢাকা সফরের শুরুতে এস জয়শঙ্কর দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেবেন।
দুপুরের পর গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন এস জয়শঙ্কর।

বিকালে ভারতীয় হাইকমিশনে নাগরিক সমাজের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে এস জয়শঙ্কর মতবিনিময় করবেন।
সন্ধ্যায় তিনি দিল্লি ফিরে যাবেন।

মেহেরপুরের গাংনীতে ছেলের প্রেমিকাকে সারারাত পাহারা

দিলেন বাবা

মেহেরপুরের গাংনীতে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে অবস্থান নিয়েছেন এক কিশোরী। তবে প্রেমিকার আসার খবর পেয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেছেন প্রেমিক।

এদিকে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করে পুরো পরিবারকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে- এমন আশঙ্কায় প্রেমিকের বাবা প্রায় দুই রাত মেয়েটিকে পাহারা দিয়েছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বাওট গ্রামের দিনমজুর আব্দুল বারির মেয়ে স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী ময়না গত মঙ্গলবার সকালে বিয়ের দাবিতে ছাতিয়ান গ্রামের হাওড়াপাড়া এলাকার তার প্রেমিক আকাশের বাড়িতে এসে ওঠে।

খবর পেয়ে আকাশ বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু আকাশ বিয়ে না করলে আত্মহত্যার হুমকি দেয় ময়না। তাই আকাশের বাবা জহুরুল ইসলাম রাত জেগে ছেলের প্রেমিকাকে পাহারা দিয়েছেন; যাতে মেয়েটি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটায়।

বিষয়টি সমাধানে বুধবার রাতে সামাজিকভাবে বৈঠকে বসেন স্থানীয় গণ্যমান্য বক্তিরা। পরে রাতেই মেয়েটিকে বুঝিয়ে তার বাড়িতে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, পলাতক প্রেমিক আকাশ ফিরে আসলে বিষয়টি নিয়ে আবার বসা হবে। মেয়েটিকে বিয়ে করতে রাজি না হলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান জানান, বিষয়টি শুনেছি। সমাধানের জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপরও সমাধান না হলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাজধানীতে ঢুকলেই ‘সিটি ট্যাক্স’

সোমবার রাত ৮টা। স্পট গাবতলী আন্ডারপাসসংলগ্ন চট্টগ্রাম বাস কাউন্টার। হানিফ পরিবহণের বাস থেকে নামলেন মধ্যবয়সী এক ব্যক্তি। গাড়ির বক্স থেকে লাগেজ ও একটি ব্যাগ নিয়ে হাঁটা শুরু করেন। তখনই তাকে ঘিরে ধরে হলুদ হাতাকাটা গাউন পড়া তিন যুবক। তাদের একজন ওই ব্যক্তির উদ্দেশে বললেন, ‘৩০ টাকা দ্যান।’ কিসের টাকা জানতে চাইলে, যুবকের তাৎক্ষণিক জবাব-‘সিটি ট্যাক্স।’ যুবকদের সঙ্গে ওই ব্যক্তির উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হলো। এরপর ৩০ টাকা দিয়ে হেঁটে একটু সামনে গিয়ে সিএনজি অটোরিকশায় চেপে বসলেন তিনি।

অটোরিকশা ছাড়ার আগে তার সঙ্গে কথা হয় এ প্রতিবেদকের। জানা যায়, তেজগাঁওয়ের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ওই ব্যক্তির বাড়ি মাগুরায়। চাঁদা বিড়ম্বনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রকেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে চেনেন। চাঁদাবাজদের শায়েস্তা করতে ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়েই মেয়রকে ফোনও দিয়েছিলেন। কিন্তু ধরেননি। এরপর নাজেহাল হওয়ার ভয়ে চাঁদা দিয়ে আসেন।

একই সময় উত্তরাঞ্চল থেকে আসা এক দম্পত্তির কাছে কয়েকটি ব্যাগ ও কিছু মালামাল থাকায় যুবকরা দাবি করেন ৬০ টাকা। ওই দম্পত্তি তাদের অসহায়ত্বের কথা জানালে, যুবকদের হুমকি-‘বেশি কথা বললে ১৬০ টাকা দিতে হবে।’ আর কথা না বাড়িয়ে ৬০ টাকা দিয়ে দেন তারা। যুবকরা চলে যাওয়ার পর তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, স্ত্রী শান্তা গার্মেন্টকর্মী ও স্বামী মতিউর রহমান একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। করোনা মহামারির সময় স্বামীর চাকরি চলে যায়। একজনের আয়ে চলতে না পেরে মিরপুর ২ নম্বরের ভাড়া বাসা ছেড়ে তারা গ্রামের বাড়ি নীলফামারী চলে যান। এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে মনে করে নতুন করে জীবন সংগ্রামে নামতে ঢাকায় এসেই এমন অনাকাক্সিক্ষত চাঁদাবাজির কবলে পড়ে ক্ষুব্ধ তারা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা রাসেল সাবরিন যুগান্তরকে বলেন, যানবাহনের পার্কিং চার্জ আদায়ের জন্য বাস টার্মিনালগুলো ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু ‘সিটি ট্যাক্স’ বলতে কিছু নেই। ‘সিটি ট্যাক্স’ নামে

যাত্রীদের কাছ থেকে কোনো ধরনের টোল আদায়ের বিধানও নেই।

যাত্রীকল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক যুগান্তরকে বলেন, সিটি করপোরেশনের ইজারার সুযোগের অপব্যবহার করে যাত্রীদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এটি মারাত্মক অপরাধ হলেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও উদাসীন। পরিবহণ মালিক, শ্রমিক ও পুলিশের আশ্রয় প্রশ্রয়েই এই চাঁদাবাজি চলে আসছে। সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে মহাখালী বাস টার্মিনালেও উল্লিখিত চিত্র পাওয়া গেছে। সোমবার রাত ৯টা ৩৫ মিনিট। টার্মিনালে প্রবেশের মুখেই মোটরসাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক যুবক। কিছুক্ষণ পর আরেক যুবক এসে মোটরসাইকেলে চেপে বসতেই সামনে এসে দাঁড়ালেন কালো লিকলিকে এক তরুণ। হাতে দুই রঙের দুটো রশিদ বই। গায়ে উত্তর সিটি করপোরেশনের লোগোযুক্ত হাতাকাটা গাউন। তাতে লেখা-‘ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন। মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল। ইজারাদার।’ তরুণ ১০ টাকা চাঁদা দাবি করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন মোটরসাইকেল আরোহী যুবক। চাঁদা চাওয়ার কারণ জানতে চাইলে, তরুণের জবাব-এখান থেকে যাত্রী তুললে চাঁদা দিতে হয়। এটা ‘সিটি ট্যাক্স।’ এ কথা শুনে ক্ষুব্ধ মোটরসাইকেল চালক আরোহীকে নামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘আপনি সড়কে এসে ওঠেন দেখি ও চাঁদা নেয় কী করে।’ মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীর অগ্নিমূর্তি দেখে চেপে গেলেন চাঁদাবাজরা।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ওই তরুণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তার নাম আলমগীর। তিনি জানান, স্থানীয় যুবলীগ নেতা মিন্টু এই চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রক। দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা চাঁদা তোলার জন্য তিন শিফটে ছয়জন লোক দায়িত্ব পালন করেন। ভোর ৬টা থেকে ২টা, ২টা থেকে রাত ১০টা, রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা। ‘প্রতি শিফটে দুজন করে চাঁদা তোলার কাজ করি। শিফট শেষে চাঁদার টাকা মিন্টু ভাইয়ের অফিসে জমা দেই। চাঁদা তোলার জন্য প্রতিদিন আমরা ৪০০ টাকা করে পাই।’ লাগেজবাহী যাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদার হার কিভাবে নির্ধারণ করা হয়- জানতে চাইলে আলমগীর বলেন, ‘আমরা ২০ টাকা করে নেই। তবে লাগেজ ছোট বড় থাকলে টাকাও কম বেশি হয়। তবে আমি কারও সঙ্গে জুলুম করি না।’ কে কে চাঁদা তোলার কাজ করে জানতে চাইলে, আলমগীর জানান, একেক সময় একেকজন তোলে। স্থায়ী কোনো লোক নেই। সোমবার চাঁদা তোলার কাজে নিয়োজিত চারজনের নাম জানা গেছে। তারা হচ্ছে, শাহীন, নাজমুল, রাজ্জাক ও রফিক। বাকি দুজন নতুন মুখ। তাদের নাম জানেন না কেউ।

কত চাঁদা প্রতিদিন উঠে জানতে চাইলে আলমগীর জানান, প্রতিদিন

একেকজন গড়ে অন্তত দুই হাজার টাকা করে চাঁদা তোলেন। এ হিসাবে দিনে ছয়জনে তোলেন ১২ হাজার টাকা। মাসে যার অঙ্ক দাঁড়ায় তিন লাখ ৬০ হাজার। এ হারে বছরে শুধু মহাখালী টার্মিনাল থেকেই তথাকথিত ‘সিটি ট্যাক্স’ বাবদ চাঁদা আদায় করা হয় ৪৩ লাখ ২০ হাজার টাকা। মহাখালীর মতো গাবতলী ও সায়েদাবাদ টার্মিনালেও চলে এমন চাঁদাবাজি। ফুলবাড়িয়া এলাকায় চাঁদাবাজদের বেপরোয়া তৎপরতা আছে বলে জানা গেছে। সব টার্মিনাল মিলিয়ে হিসাব করলে বছরে এ খাতে চাঁদার অঙ্ক কয়েক কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

চাঁদার রশিদ মতে, মহাখালী বাস টার্মিনালের ইজারাদার গাজী রাইয়ান এন্টারপ্রাইজ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার নূরুদ্দিন আহমেদ রাহাত যুগান্তরকে বলেন, আমরা সিটি করপোরেশনের কাছ থেক ইজারা নিয়ে টার্মিনালে পার্কিং করা যানবাহন থেকে টোল আদায় করি। কিন্তু টার্মিনালের বাইরে থেকে চাঁদা আদায়ের কোনো নিয়ম নেই। এমনকি টার্মিনালে স্বজনদের নিতে আসা প্রাইভেট কার, মোটরসাইকেল ও মাইক্রোবাস থেকেও টোল নেওয়ার কথা নয়। এমন কিছু ঘটে থাকলে যারা সাব-কন্ট্রাক্ট নিয়ে যানবাহন থেকে টাকা তোলার কাজ করছেন তারাই ভালো বলতে পারবেন।

সাব কন্ট্রাক্ট নিয়ে চাঁদা তুলছেন তাদের একজনের নামও রাহাত। এ সম্পর্কে মঙ্গলবার বিকালে মোবাইলে কল করা হলে রাহাত বলেন, ‘আমি শুধু যারা কাজ করেন তাদের ডেইলি হাজিরার বিষয়টি দেখভাল করি। এগুলো সম্পর্কে জানেন বড় ভাইয়েরা।’ বড় ভাই কারা জানতে চাইলে রাহাত বলেন, ‘সাচ্চু ভাই ডাক এনেছে। গাজী রাইয়ান এন্টারপ্রাইজ সাচ্চু ভাইয়ের প্রতিষ্ঠান। সাচ্চু ভাই সব বলতে পারবেন।’

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ‘সাচ্চু ভাই’-এর পুরো নাম গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু। তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি। তার প্রতিষ্ঠান গাজী রাইয়ান এন্টারপ্রাইজই মহাখালী টার্মিনালের ইজারা মালিক। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মঙ্গলবার রাতে গাজী মেজবাউল হোসেন সাচ্চু টেলিফোনে যুুগান্তরকে বলেন, সিটি করপোরেশনের নিয়ম মেনেই টার্মিনাল থেকে টোল আদায় করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যদি কেউ নিয়মের ব্যত্যয় করে থাকে তাকে চিহ্নিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে কাউকে সাব কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়নি বলেও নিশ্চিত করেন তিনি।

গাবতলী বাস টার্মিনালে সরেজমিন তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, এই টার্মিনালের টোল আদায়ের ইজারা নিয়েছে রাফি ট্রেডার্স লিমিটেড

নামের একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান আবার বিভিন্ন অংশ বিভিন্নজনকে সাব কন্ট্রাক্ট দিয়েছে। যারা সাব কন্ট্রাক্ট নিয়েছে তাদের লোকজন কার কাছ থেকে কিভাবে টোল আদায় করছে তা তদারকির কেউ নেই। এই সুযোগে যে যার মতো যার তার কাছ থেকে ‘সিটি ট্যাক্স’ নামে চাঁদা আদায় করছেন।

অনেক সময় চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় চাঁদাবাজদের সঙ্গে যাত্রীদের বাকবিতণ্ডাও হচ্ছে। এমনকি যাত্রীরা নাজেহালও হচ্ছে তাদের হাতে। এ কারণে সব জেনেশুনেও কেউ চাঁদাবাজির প্রতিবাদ করেন না।

এ ব্যাপারে জানতে মঙ্গলবার বিকালে রাফি ট্রেডার্সের প্রধান নির্বাহী শামীম খানের মোবাইলে কল করলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, কাউকে সাব কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়নি। নিজস্ব লোক দিয়ে টোল আদায়ের বিষয়টি তদারকি করা হচ্ছে। মোটরসাইকেল, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস ও যাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তার পরও যদি কেউ এমন কাজ করে থাকে তাহলে তা খতিয়ে দেখে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানতে চাইলে ঢাকা মহানগর পুলিশের উপকমিশনার (মিরপুর) আ স ম মাহতাব উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, কেউ চাঁদাবাজির শিকার হলে সঙ্গে সঙ্গে ৯৯৯ ফোন দেবেন। অথবা গাবতলী পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সুখ সাগরে সুখ দেখছে মেহেরপুরের চাষিরা

এম এফ রুপক

ভারত থেকে আমদানি করা পেয়াজের বীজে ব্যাপক লোকসানের পর এবার নিজ জমিতেই পেয়াজ বীজ উৎপাদন করছে মেহেরপুরের চাষীরা। সুখ সাগর নামের এই পেয়াজের বীজ ভারত থেকে আমদানি করা বীজের চাইতে বেশী ফলনশীল বলে দাবি করছে এলাকার কৃষকরা। সুখ সাগর জাতের এই পেয়াজ বীজে মেহেরপুর ও মুজিবনগর এলাকার চাষিদের ঘরে সুখ এনে দিয়েছে। নিজেদের

তৈরি বীজের ভালো ফলনে বেশ খুশি এলাকার চাষিরা। উচ্চ ফলনশীল এই জাতের বীজে আশার আলো দেখছে তারা। চাষিদের দাবি এই জাতের পেয়াজ বীজে ফলন হয় বিঘা প্রতি ১৩০-১৭০ মন। মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর, টেংরামারী, মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর, বিশ^নাথপুর, ভবেরপাড়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মাঠ জুড়ে দেখা যাচ্ছে শুধুই সুখ সাগর পেয়াজ বীজের ক্ষেত।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে মেহেরপুর সদর ও মুজিবনগর মিলে প্রায় ২শ বিঘা জমিতে সুখ সাগর জাতের পেয়াজ বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে।
১৫ হাজার টাকা কেজি দরে ভারতয় বীজ কিনে লোকসানের মুখে পড়া চাষি সবুর আলী জানান, এবার নিজেই সুখ সাগর পেয়াজ বীজ উৎপাদন করছি ১০ কাটা জমিতে। রোগবালাই কম থাকাই ফলন হয়েছে আশানুরুপ। আরেক চাষি মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের নুর হক মন্ডল জানান, নিজের উৎপাদন করা বীজ দিয়ে চাষ করার পাশাপাশি বাজারে বিক্রিও করতে পারবো। উচ্চ ফলনশীল ও নির্ভর যোগ্য বীজ হওয়ায় ইতিমধ্যে চাষিদের কাছ থেকে আগাম বীজের অর্ডার দিয়েছে মেহেরপুরের পেয়াজ চাষিরা। জুলহাস মন্ডল তেমনি একজন। তিনি জানান, লাভের আশায় ভারতীয় সুখ সাগর জাত কিনে এ বছর প্রতারিত হয়েছি। তাই নিজ এলাকার বীজ উৎপাদনকারি চাষিদের কাছে আগাম অর্ডার দিয়েছি। আশা করছি এই বীজে ভালো ফলন পাবো।

একদিকে যেমন আমদানি খরচ কমবে, অন্যদিকে ভালো মানের বীজ এলাকায় থেকে পাওয়া যাবে। এমন মন্তব্য করে মুজিবনগর উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান বলেন, এই এলাকার চাষিরা এই প্রথম উচ্চ ফলনশীল জাতের পেয়াজ বীজ উৎপাদন করছে। এই বীজের মানও ভালো হবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে চাষিদের উৎপাদন খরচ অনেকাংশে কমে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক স্বপন কুমার খাঁ জানান, সারা দেশে যদি এই দেশীয় ভাবে উৎপাদিত বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে চাষিরা আরও বেশি লাভবান হবেন। বীজ উৎপাদনে একদিকে যেমন বিক্রি কার যাবে অন্য দিকে নিজেরাও চাষ করতে পারবে। মেহেরপুরে সল্প পরিসরে বীজ উৎপাদন করছে চাষিরা। পরবর্তিতে ব্যাপক পরিসরে উচ্চ ফলনশীল জাতের সুখ সাগর পেয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য চাষিদে

[redacted]

[redacted]

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

আলমডাঙ্গায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুটির সাথে ধাক্কা লেগে ট্রাক্টর ড্রাইভার নিহত হয়েছে। ঘটনাটি গতকাল বুধবার ভোর রাতে মুন্সিগঞ্জ পশু হাট এলাকায় ঘটেছে। নিহত ট্রাক্টর ড্রাইভার রাশিদুল দামুড়হুদা থানার উজিরপুর গ্রামের মৃত মাদার আলির ছেলে। জানাগেছে, দামুড়হুদা থানার মৃত মাদার আলির ছেলে রাশিদুল দীর্ঘদিন ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে ইট ভাটায় পরিবহনের কাজ করে। বর্তমানে অবৈধ ভাবে মাটি কেটে পুকুর খনন ও প্রধান সড়ক দিয়ে মাটি পরিবহনের কারণে তৎপর প্রশাসন। এ কারণেই রাত জুড়ে মাটি পরিবহন করে। আলমডাঙ্গা উপজেলার বলেশ্বরপুর গ্রামের সাবেক আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিনের পুকুর থেকে ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে মুন্সিগঞ্জের একটি ইটভাটায় নিয়ে যাচ্ছিলেন রাশিদুল। রাশিদুল মাটি বোঝাই করে ইট ভাটায় যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বৈদ্যুতিক খুটির সাথে ধাক্কা লাগে। ধাক্কা লাগার কারণে ট্রাক্টরটি উল্টে গেলে রাশিদুল চাপা পড়ে।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও মুন্সিগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে। ট্রাক্টরে নিচ থেকে রাশিদুলের মৃত দেহ উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ।
এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমঙ্গীর কবির বলেন, ভোর রাতে আলমডাঙ্গা বলেশ্বরপুর গ্রামের সাবেক চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দিনের পুকুর থেকে ট্রাক্টরে মাটি বোঝাই করে মুন্সিগঞ্জের একটি ইট ভাটায় নিয়ে যাচ্ছিলেন রাশিদুল। দুর্ঘটনার কবলে পড়ে রাশিদুল নামে একজন মারা গেছে।

আলমডাঙ্গায় নতুন ইউএনও পুলক কুমার মন্ডলের যোগদান

আলমডাঙ্গার নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল যোগদান করেছেন। গতকাল বুধবার সকাল ১০ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের সাথে আলোচনা শেষে আলমডাঙ্গায় এসে নির্বাহী অফিসার হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নেন।
এ সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির, সমাজ সেবা কর্মকর্তা আফাজ উদ্দিন, প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও আলমডাঙ্গা প্রেস ক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি আতিয়ার রহমান মুকুল, যুগ্ম-সম্পাদক প্রশান্ত বিশ্বাস, প্রচার সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য তানভীর আহম্মদ সোহেল, গোলাম সরোয়ার সদু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী অফিসার পুলক কুমার মন্ডল সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন।
এর আগে উপজেলা কমপ্লেক্সে পৌঁছালে উপজেলা পরিষদের কর্মচারীবৃন্দ তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে স্বাগত জানান।
জানা যায়, যশোর জেলার শারসা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে সাড়ে ৩ বছর কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি চুয়াডাঙ্গায় সহকারী কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।
এ সময় তিনি সাংবাদিক দের কাছে সহযোগীতা কামনা করেন। তিনি বলেন আলমডাঙ্গা উপজেলকে একটি সুন্দর উপজেলা হিসেবে গড়তে চাই। এ বিষয়ে জনপ্রতিনিধিসহ সকল দপ্তরের কর্মকর্তাদের সহায়তা কামনা করেন।